بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বুরকিনা ফাঁসোর মাহ্‌দী আবাদে ৯ জন নিষ্ঠাবান আহমদীর বেদনাদায়ক শাহাদত এবং দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২০ জানুয়ারী, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয, সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার ১৫৫ এবং ১৫৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত ও অনুবাদ করার পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) এই আয়াতের উল্লেখ করে বলেন:

যারা আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান যে, তারা মৃত নয়, জীবিত। জামাত আহমদীয়ায় একশত বছরেরও বেশি সময় ধরে আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করা হচ্ছে। এই শহীদরা যে মর্যাদা পেয়েছেন এবং যেখানে তাদের পদমর্যাদা সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে তাদের নাম এই পৃথিবীতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার পথে তাদের আত্মত্যাগ শুধু নিজেদের জন্য নয়, জামাতের স্থায়িত্বের জন্যও হয়ে উঠছে। এরাই, যারা পরবর্তিতে আগমনকারীদের জীবন ও উন্নতির উৎস হয়ে উঠছে, তাহলে তারা মৃত কিভাবে হতে পারে ?

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের যুগে হযরত সাহেবজাদা সৈয়দ আব্দুল লতিফ সাহেবের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আহমদীয়া জামাতের এই জীবন উৎসর্গের সূচনা হয়েছিল। প্রাথমিক যুগে আফগানিস্তান ও উপমহাদেশের আহমদীরা জীবন উৎসর্গ করেছিল। ২০০৫ সালে, আফ্রিকার দেশ কঙ্গোতে একজন আহমদী, জামাতের জন্য অকৃত্তিম ভালবাসায় তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক দিনে বুরকিনা ফাঁসোতে আফ্রিকান আহমদীরা যে প্রেম, বিশ্বাস ও ঈমান দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা অস্বীকার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল যে এমনটা করলে তারা তাদের জীবন রক্ষা করবে। কিন্তু এই নিষ্ঠাবান আহমদীরা, যাদের বিশ্বাস পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী বলে মনে হয়, তারা উত্তর দিয়েছিল যে জীবন সে তো একদিন হারিয়ে যাবে, আজ নয় তো আগামীকাল, তাই আমরা এটিকে বাঁচাতে আমাদের ঈমানকে বিক্রি করতে পারি না। আমরা যে সত্য দেখেছি তা ছেড়ে যেতে পারি না এবং এভাবে একের পর এক তারা তাদের

জীবন উৎসর্গ করে। তাদের নারী ও শিশুরা এই দৃশ্য দেখছিল এবং কেউ কোনো কান্নাকাটি করে ভেঙ্গে পড়েনি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের সময়ে সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদের আত্মত্যাগের পর আহমদীয়া বিশ্বে এরা আত্মত্যাগের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পার্থিব জীবন বিসর্জন দিয়ে চিরজীবী হয়েছেন। তারা তাদের জীবন, সম্পদ এবং সময় ত্যাগের ব্রত এমনভাবে পূরণ করেছেন যে পরবর্তীতে এসেও পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের প্রত্যেককে সেই সুসংবাদের উত্তরাধিকারী করুন যা তাঁর পথে ত্যাগ স্বীকারকারীদের জন্য তিনি দিয়ে রেখেছেন।

বিশদ বিবরণ অনুসারে, বুরকিনা ফাঁসোতে 'ডোরি' নামে একটি শহর রয়েছে, যেখানে 'মাহ্দী আবাদ' নতুন একটি জনবসতি ছিল। ১১ জানুয়ারী, ইসলাম এবং আহমদীয়াতকে অস্বীকার না করার জন্য এশার নামাযের সময় মসজিদের আঙ্গিনায় বাকি মুসল্লিদের সামনে নয় (৯) জন আহমদী প্রবীণকে একে একে শহীদ করা হয়। আটজন সশস্ত্র লোক মসজিদে এসেছিল, আহমদীয়া মসজিদে আসার আগে মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত তারা নিকটবর্তী একটি ওয়াহাবি মসজিদে সময় কাটায়, কিন্তু সেখানে কাউকে ক্ষতি করেনি। তারা যখন আহমদী মসজিদে আসে, তখন সেখানে এশার নামাযের আযান হচ্ছিল। আযানের পর মুয়াজ্জিন সাহেব ঘোষণা করালেন যে জামাতের বন্ধুরা যেন মসজিদে আসেন, বাইরে থেকে কিছু লোক এসেছে, তারা কিছু বলতে চায়। তারা ইমাম আলহাজ্ব ইব্রাহিম বদগা সাহেবকে আহমদীয়া জামাতের আকীদা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে। ইমাম সাহেব বললেন, আমরা মুসলমান এবং আমরা মহানবী (সা.)-এর বিশ্বাসী। আমরা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হলেন ইমাম মাহদী।

সন্ত্রাসীরা বলেছিল যে আহমদীরা কাফের। তারপর তারা পার্শ্ববর্তী সেলাই কেন্দ্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ইমাম সাহেব প্রতিটি ছবির পরিচয় তুলে ধরেন। তারা বলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবি মিথ্যা। এরপর তারা মসজিদে উপস্থিত প্রায় সত্তর (৭০) জন মুসল্লির বয়স অনুযায়ী শিশু, যুবক ও বৃদ্ধদের গ্রুপ তৈরী করে। দশ বারোজন লাজনাও উপস্থিত ছিল। সন্ত্রাসীরা বয়স্ক ব্যক্তিদের মসজিদের আঙিনায় আসতে বলে। একজন প্রতিবন্ধীও ছিল যাকে তারা নিষেধ করে বলে, তুমি কোন কাজে আসবে না, তাই মসজিদেই বসে থাক। এরপর তারা বাকি লোকদের মসজিদের আঙিনায় নিয়ে আসে এবং ইমাম সাহেবকে বলে যে তুমি যদি আহমদীয়ত গ্রহণ করতে অস্বীকার কর তবেই তোমার জীবন রক্ষা করা হবে। ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, 'তোমরা আমার মাথা কেটে দাও, কিন্তু আমি আহমদীয়াত ত্যাগ করব না।' সন্ত্রাসীরা তখন তাকে মাটিতে শুইয়ে তার ঘাড়ে ছুরি রেখে তাকে জবাই করার চেষ্টা করে, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমাকে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হোক।' তখন তারা তাকে গুলি করে শহীদ করে।

সন্ত্রাসীরা ভেবেছিল, এতে বাকী লোকেরা ভয় পাবে। তাই তারা অন্য আর একজন প্রবীণ আহমদীকে ডেকে বলে যে, হয় আহমদীয়াতকে অস্বীকার করতে হবে নয়তো মরতে হবে। তিনিও বললেন, 'আমি আহমদীয়াত ত্যাগ করতে পারব না।' এ কথা শুনে সন্ত্রাসীরা তাঁর মাথায় গুলি করে শহীদ করে দেয়। এভাবে বাকিদেরকে একে একে ডেকে শহীদ করা হলো। তাদের একজনও সামান্যতম দুর্বলতা দেখায়নি বা আহমদীয়াতকে অস্বীকার করেনি। কারোরই ঈমান টলমল হয় নি। তারা সবাই একে অপরের চেয়ে বেশি বিশ্বাস, আনুগত্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। প্রত্যেক শহীদকে কমবেশি তিনবার গুলি করা হয়। তাদের মধ্যে দুই যমজ ভাইও ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর 'তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়েন' পুস্তকে হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ (রহ.) এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর অনেক উত্তরসূরি সৃষ্টি করবেন। আমরা তার সাক্ষী। আজ আফ্রিকার মানুষ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে এবং যোগ্য উত্তরসূরি হওয়ার অধিকার আদায় করেছে।

এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেড় ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। বাকি মানুষ নিশ্চয়ই যে কী যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছে তা অনুমান করা যায়, তাদের চোখের সামনে তাদের প্রিয়জনদের শহীদ করা হচ্ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন আমি সংক্ষেপে এই শহীদদের জীবন-পরিস্থিতি বর্ণনা করব, যা তাদের ঈমানের পরিপক্কতা প্রকাশ করে।

ইমাম আল-হাজ্জ ইব্রাহিম বদগা সাহেব: ইমাম সাহেব ছিলেন এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ওহাবী ইমাম। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। এ এলাকার লোকেরা তামাশক গোত্রভুক্ত। ইমাম সাহেব তামাশক ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের আগে তিনি অনেক গ্রামের প্রধান ছিলেন। এ অঞ্চলের বড় বড় আলেমরা তাঁর কাছে বসাকে নিজেদের সম্মান মনে করত। ১৯৯৮ সালে, ইমাম সাহেব 'ডোরি' শহরে একটি আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অবগত হয়ে সাত (৭) জন লোক নিয়ে মিশন হাউসে আসেন এবং অনেক গবেষণার পর বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি সত্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন, এবং তারপর ত্যাগের একটি উচ্চ উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নির্ভীক প্রচারক একজন দায়ী ইলাল্লাহ্ এবং নিবেদিত প্রাণ ফিদাই আহমদী। তাঁর প্রচেষ্টায় সমগ্র অঞ্চলে আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তবলীগের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। হত্যার হুমকি সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রচেষ্টা ত্যাগ করেননি। তিনি খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। মানুষের প্রতি তিনি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এবং অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করতেন। এলাকার মানুষ তাঁকে অনেক সম্মান করত। প্রতিটি আর্থিক কুরবানীতে তিনি প্রথমে আত্মত্যাগ করতেন। জামাতের সব ধরনের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে তিনি অংশগ্রহণ করতেন।

আল্-হাসান আগমানিল সাহেব: তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বয়াতের সময় থেকে তিনি আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে উন্নতিসাধন করতে থাকেন। তিনি নামাযে নিয়মিত ছিলেন এবং তাহাজ্জুদ আদায়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। জামাতের জন্য তাঁর জীবন, সম্পদ এবং সময় ত্যাগের মান ছিল অসাধারণ।

হুসাইনি আগমালি আইল সাহেব: তিনি ১৯৯৯ সালে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামের প্রথম দিকের আহমদীদের একজন ছিলেন। আজকাল তিনি যয়ীম আনসারুল্লাহ্ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ ঘটনায় তাঁর যমজ ভাই আল্ হাসান আগমানিল সাহেবও শহীদ হয়েছেন। উভয় ভাই একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং একই দিনে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

হামিদু আগ আব্দুর রহমান সাহেব: তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একটি বিশুদ্ধ হৃদয় এবং কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

সালেহ আগ ইব্রাহিম সাহেব: তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। বা'জামাত নামায আদায় করতেন এবং নিয়মিত চাঁদা আদায়কারী ছিলেন। তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন এবং ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কথা বলতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির অধিকারী। সবার সাথে উত্তম আচরণ করা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

উসমান আগ সোদে সাহেবঃ মাহ্‌দী আবাদ মসজিদ নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও নামায পড়তেন। পেশাগত দিক থেকে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তিনি আমাকে নিয়মিত দোয়ার পত্রও লিখতেন।

আগালি আগমা গোয়েল সাহেব: ১৯৯৯ সালে তাঁর পিতার সাথে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক আহমদী ছিলেন। নিয়মিত নামায এবং চাঁদা আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

মূসা আগ আদ্রাহি সাহেব: তিনি একজন কৃষক হিসাবে কাজ করতেন। তিনি তাহাজ্জুদ ও নামাযে নিয়মিত ছিলেন এবং যিক্‌রে ইলাহীতে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি একজন আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী হওয়ার উদাহরণ ছিলেন। তিনি আমাকে নিয়মিত দোয়ার পত্র লিখতেন।

আগোমা আগ আব্দুর রহমান সাহেব: তিনি শহীদদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালে কুড়ি বছর বয়সে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তারপর জামাতের সাথে আন্তরিকতা ও আনুগত্য প্রদর্শনে নিষ্ঠার পরিচয় দেন।

সন্ত্রাসীদের সামনে তিনি নির্ভিকভাবে বলেছিলেন যে, তিনি এখানকার নায়েব ইমাম। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। যখন আটজন শহীদ হন, তিনি ছিলেন সবার থেকে ছোট, কিন্তু সাহসিকতার সাথে উত্তর দিয়েছিলেন যে বড়রা যে পথে আত্মত্যাগ করেছে আমিও সেই পথে আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। সন্ত্রাসীরা তখন নির্মমভাবে তাঁর মুখে গুলি করে শহীদ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেকের নামের সঙ্গে 'আগ' শব্দটি সংযুক্ত এবং এই শব্দের অর্থ হল 'সন্তান'। তাই এরা হলেন আহমদীয়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁরা তাঁদের পিছনে একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। আল্লাহ্ তাঁদের সন্তানদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ্ তাআলা শোকাহতদের ধৈর্য ও সাহস দান করুন এবং তারা বুঝতে সক্ষম হোন যে কি উদ্দেশ্যে তাদের বড়রা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, শহীদদের পরিবারের চাহিদা মেটাতে এবং তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করাতে খিলাফতে রাবেয়ার আমলে 'সৈয়্যদনা বিলাল তহবিল' প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখান থেকে শহীদদের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। যারা শহীদদের জন্য দান করতে চান তাদের এই তহবিলে অর্থ প্রদান করা উচিত এবং এটি এই শহীদদের প্রতি কোন অনুগ্রহ নয়, বরং তাদের প্রয়োজনের যত্ন নেওয়া এবং সেগুলি পূরণ করা আমাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন যে এই জীবন উৎসর্গকারীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে ঈমান ও বিশ্বাসে অটল থাকার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তাআলা এই শহীদদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তাঁদের আত্মত্যাগকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করুন, যার ফলশ্রুতিতে আমরা যেন মহানবী (সা.) এর শিক্ষাকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেখি।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার শহীদগণের পাশাপাশি, আমেরিকার ডাঃ করিমুল্লাহ জিরভী সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী আমাতুল লতিফ জিরভী সাহেবার জানাযা গায়েব নামাযের ঘোষণা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
20 January 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in